



এখন বিয়ে নয়

বাল্য বিবাহ বন্ধ করার
বিষয়ে আলোচনা করার
জন্য ছবির বই

এই বইটা
যার সম্পত্তি
তার নাম



আইন জানুন

1



বাল্য বিবাহ
না হলে...?

7

কার কর্তব্য কী?

17



আমাদের
কাজ

35



আইন জানুন





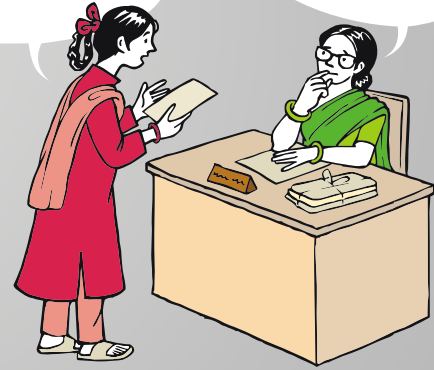
মেয়ের ১৮ বছর, বা ছেলের ২১ বছর বয়সের আগে
বিয়ে হলে তাকে বাল্য বিবাহ বলে। বাল্য বিবাহ করানো
দণ্ডনীয় অপরাধ।



যদি কোন অল্পবয়সি ছেলে বা মেয়ের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে হওয়ার কথা ওঠে, তবে তাদের, বা তাদের হয়ে অন্য কাউকে নিকটবর্তী থানায়, বা বিচার বিভাগীয় আধিকারিকের কাছে অভিযোগ নথিভুক্ত করতে হবে

আমার অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। এখন আমার বয়স ২০ বছরের কম। আমি চাই আমার বিয়েটা নাকচ করে দেওয়া হোক

ঠিক আছে। বিয়ে নাকচ করার আর্জি লিখতে আমি তোমাকে সাহায্য করব



বাল্য বিবাহ হয়ে থাকলে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ২ বছরের মধ্যে ছেলেটি বা মেয়েটি আদালতে গিয়ে সেই বিয়ে নাকচ করে দিতে পারে।
এটা করার একটা উপায় হল স্থানীয় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আধিকারিকের কাছে আর্জি দেওয়া

পাত্র বা পাত্রী অল্পবয়সি হলেও, তাদের হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক অন্য কেউ এই আর্জি দিতে পারে

আমরা পুলিশ। আইনত:
বাল্য বিবাহ রোধ করার
দায়িত্ব আমাদের। যদি
প্রয়োজন হয়...

বাল্য বিবাহ করছে এমন
কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে...

...যারা বাল্য বিবাহ
আয়োজন করেছে, বা তাতে
সাহায্য করেছে, এমন
সকলকে...

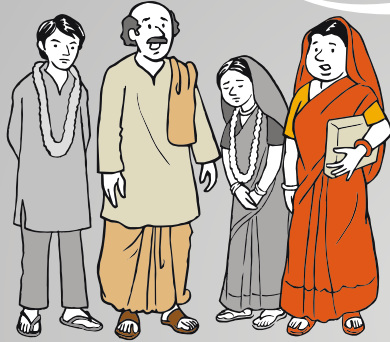
...আর বাল্য বিবাহ
রোধ করতে যারা অবহেলা
করেছে, তাদের সকলকে
গ্রেফতার করতে পারি

বাল্য বিবাহ হলে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে শাস্তি হল ২ বছর
জেল বা ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা দুটোই। এটি আইনের
চোখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং জামিনে মুক্তির অযোগ্য



কিন্তু আমি তো শুধু
রান্না করতে এসেছি!

কিন্তু আমরা তো শুধু
নেমন্তন্ন খেতে এসেছি!



কিন্তু আমি যে
একজন মহিলা!

কিন্তু আমি যে
মেয়ের মা!



কিন্তু আমি যে
মেয়ের বাবা!

কিন্তু আমরা তো
ধর্মীয় গুরু!

আপনাকে গ্রেফতার
করতে পারি

আপনাদেরও

মহিলাদের
জেল হবে না,
কিন্তু জরিমানা
হতে পারে

আপনাকে গ্রেফতার
করতে পারি

আপনাদেরও



বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০০৬ অনুযায়ী, নির্দোষ প্রমাণিত
হওয়ার আগে পর্যন্ত ওরা সবাই অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে

আমার পাড়ায় একটি
বাচ্চাকে জোর করে বিয়ে
দেওয়া হচ্ছে !

CWC



আমাদের তাড়াতাড়ি বাচ্চাটিকে
ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে
ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে

শিশু ন্যায়বিচার আইন ২০০০ অনুযায়ী কোন শিশুর
নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোন ব্যক্তি স্থানীয় শিশু কল্যাণ সমিতির
কাছে আবেদন করতে পারে। তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নেওয়ার
জন্য সমিতির কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে



বাল্য বিবাহ
না হলে...?



আমাদের
সমাজে এখনো
বাল্য বিবাহ হয়
কেন?

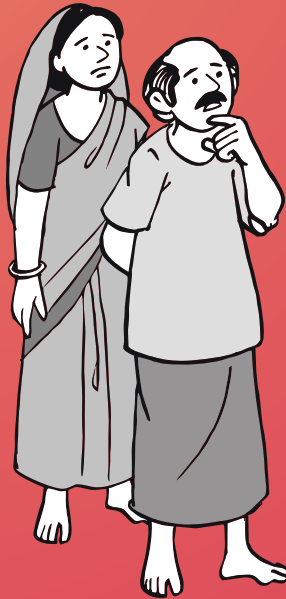


কারণ যদিও ছেলে ও
মেয়ের আইনত সমান
অধিকার আছে...

...আমাদের
সমাজে মেয়েদের
কম মূল্য দেওয়া
হয়



কম বয়সে বিয়ে
হলে মেয়ের জন্য
কম পণ দিতে হয়



অথচ পণ দেওয়া
বা নেওয়া - সেটাও
তো অপরাধ

কম বয়সে
বিয়ে দিলে বাবা মার
শান্তি। মেয়েরা খারাপ
সম্পর্ক থেকে সুরক্ষিত
থাকতে পারে। এটা
তো ওদের ভালোর
জন্যই !

আসলে এর থেকেই শুরু হয়
মেয়েদের প্রতি নানা রকম
অত্যাচার



কারণ বাল্য বিবাহ হলে
কী কী সমস্যা হয়, সে
বিষয়ে কেউ কথা বলে না



কারণ অনেকেই জানে না যে
বাল্য বিবাহ বেআইনি, বা সেটা
বেআইনি কেন তা বোঝে না



কারণ বাল্য
বিবাহ না হওয়ার
কী কী সুবিধা, তা
অনেকেই জানে
না

বাল্য বিবাহ হলে...

আমাকে বিয়ে কর, তোমায়
বড় শহরে নিয়ে যাব, দারুন
চাকরি জুটিয়ে দেব। বড়লোক
হয়ে যাব আমরা

মেয়েদের পাচার হয়ে যাওয়ার
ঝুঁকি বেড়ে যায় - তারা শিশুশ্রম
বা যৌনকর্মের মতো ব্যবসার
ফাঁদে বন্দি হয়ে যেতে পারে



আমি তো জানতামই না যে
গর্ভবতী হয়ে যেতে পারি। এখন
আমি খুব অসুস্থ, ডাক্তার বলেছেন
এটা একটা গুরুতর সমস্যা



অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক, ও
আনুষঙ্গিক নানা অসুখের ঝুঁকি
বাড়ে - মৃত্যুও হতে পারে।

বাল্য বিবাহ না হলে...

মেয়েরা কমপক্ষে তাদের শৈশব
ও শিক্ষার অধিকার পায়



তারা জীবনে স্বনির্ভর হওয়ার
জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন
করার সময় পায়, সংসারের
গণ্ডির বাইরের জগৎ সম্বন্ধে
জানার সুযোগ পায়

বাল্য বিবাহ হলে...

এঞ্জা চাপ আর সহ্য
হয় না। বেরিয়ে যাও
যেখানে খুশি!



মেয়েরা আরো বেশি পারিবারিক
হিংসার শিকার হয়ে থাকে

বাচ্চাটা সবসময়ে এত
কাঁদে, শরীর খারাপ না কি
বুঝি না। আমারও খুব
কান্না পায়



ছোট বয়সে গর্ভধারণ হলে মা ও
শিশু দুজনেরই জীবনের ঝুঁকি
থাকে - বাচ্চা'র অস্বাভাবিক কম
ওজন বা অপুষ্টির সমস্যা হতে
পারে

বাল্য বিবাহ না হলে...

গ্রামে বাল্য বিবাহ
প্রতিরোধ নিয়ে একটা
অভিযান শুরু করা উচিত

তোমার মত মেয়েরা
সামাজিক কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে
দেখে খুব ভাল লাগছে

মেয়েরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
নেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা
নিতে পারে



মেয়ে আমাদের কত
দেখাশোনা করে



তারা পরিবারের অন্যদের পাশে
দাঁড়ানোর শক্তি ও আত্মবিশ্বাস
পায়

বাল্য বিবাহ হলে...

রান্না করা, জল তোলা,
ঘর মোছা, কাপড় কাচা, সারাদিন
কাজ করে করেই কাহিল। একটু
খেলাধুলা করতে ইচ্ছে করে।



শিশুরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় - সুস্বাস্থ্য,
পুষ্টি, শিক্ষা, সুরক্ষা - এর কোনটাই সুনিশ্চিত হয় না

বাল্য বিবাহ
না হলে...



কলেজে যাচ্ছি
রোজগার করে নিজের
পায়ে দাঁড়ানোর জন্য
পড়াশোনা করছি

শিক্ষিত, স্বাধীন মেয়েরা
তাদের পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নতি আনে

বাল্য বিবাহ হলে আর কি কি
সমস্যা হতে পারে বলে মনে
হয়?

এখানে তালিকা বানাও

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০



তোমার পাড়ায় যে মেয়েদের
বাল্য বিবাহ হওয়ার ঝুঁকি আছে
তাদের নাম লিখে রাখ

এখানে তালিকা বানাও

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

কার কর্তব্য কী?

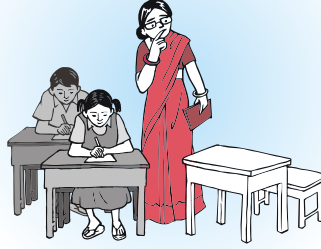


বাল্য বিবাহ বন্ধ করার দায়িত্ব আমাদের সবার

পাড়া পড়শি



শিক্ষক শিক্ষিকা



স্থানীয় স্বনির্ভর দল
ও অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী



পঞ্চায়েত



পুলিশ



জেলার বাল্য
বিবাহ প্রতিরোধ
আধিকারিক



বিচার বিভাগীয়
আধিকারিক



শিশু কল্যাণ সমিতি

CWC

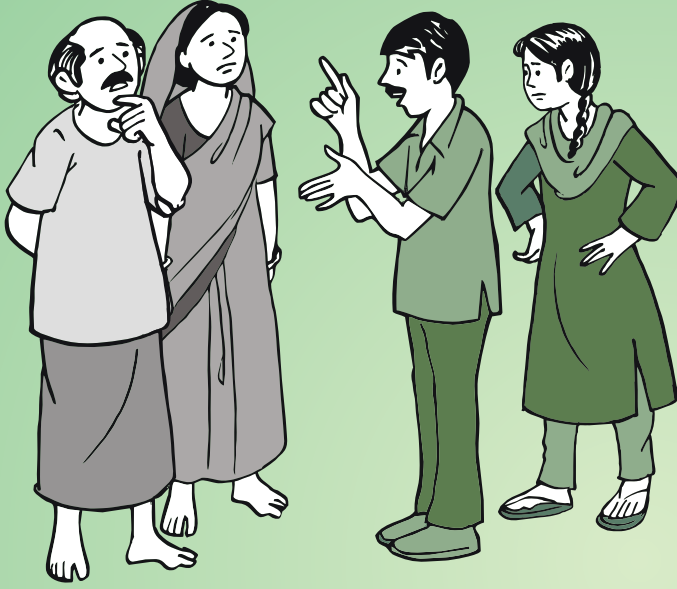


জেলা শাসক





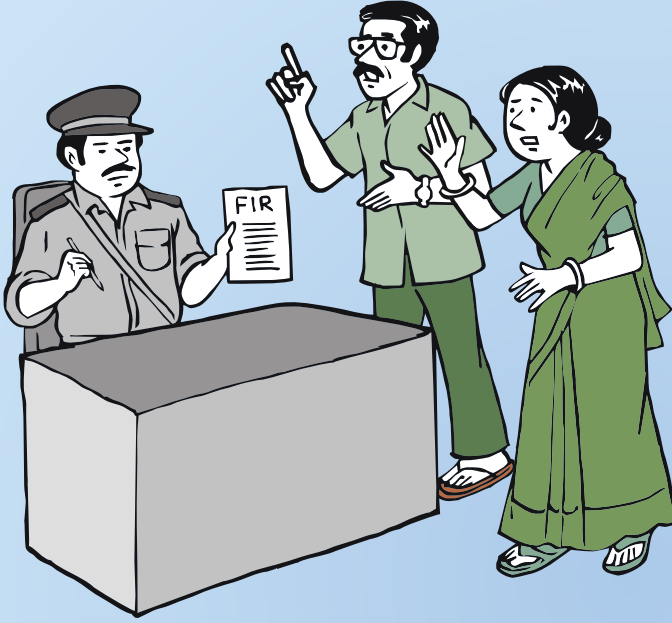
পাড়া পড়শির কী কর্তব্য?



বাবা মা, আত্মীয় স্বজন বা
সমাজের বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে
কথা বলুন। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে
তাদের রাজী করাতে চেষ্টা করুন

মেয়েটির সঙ্গে কথা বলুন। বাল্য
বিবাহের পরিণতিগুলো তাকে
বোঝান। তাকে বলুন - বিয়ে না
করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার
তার আছে





যদি বিয়ে বন্ধ না করা যায় তবে
পুলিশে খবর দিন। বাল্য-বিবাহ
প্রতিরোধ আইনের অধীনে একটি
এফ.আই.আর করুন

নিজে সতর্ক থাকুন, কোনও
বাল্য বিবাহতে মত দেবেন না বা
উপস্থিত থাকবেন না





প্রয়োজনে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
আধিকারিক বা পুলিশকে
খবরাখবর দিয়ে সাহায্য করুন



তোমার পছন্দ মত কয়েকজন প্রতিবেশীকে এই বইটি দেখিয়ে পড়তে
সাহায্য কর। শেষে তাদের এই পাতায় সই করতে অনুরোধ কর

“হ্যাঁ, প্রতিবেশী হিসেবে বাল্য বিবাহ রোধ করতে আমি তোমাকে সাহায্য করব”

নাম

সই

১

২

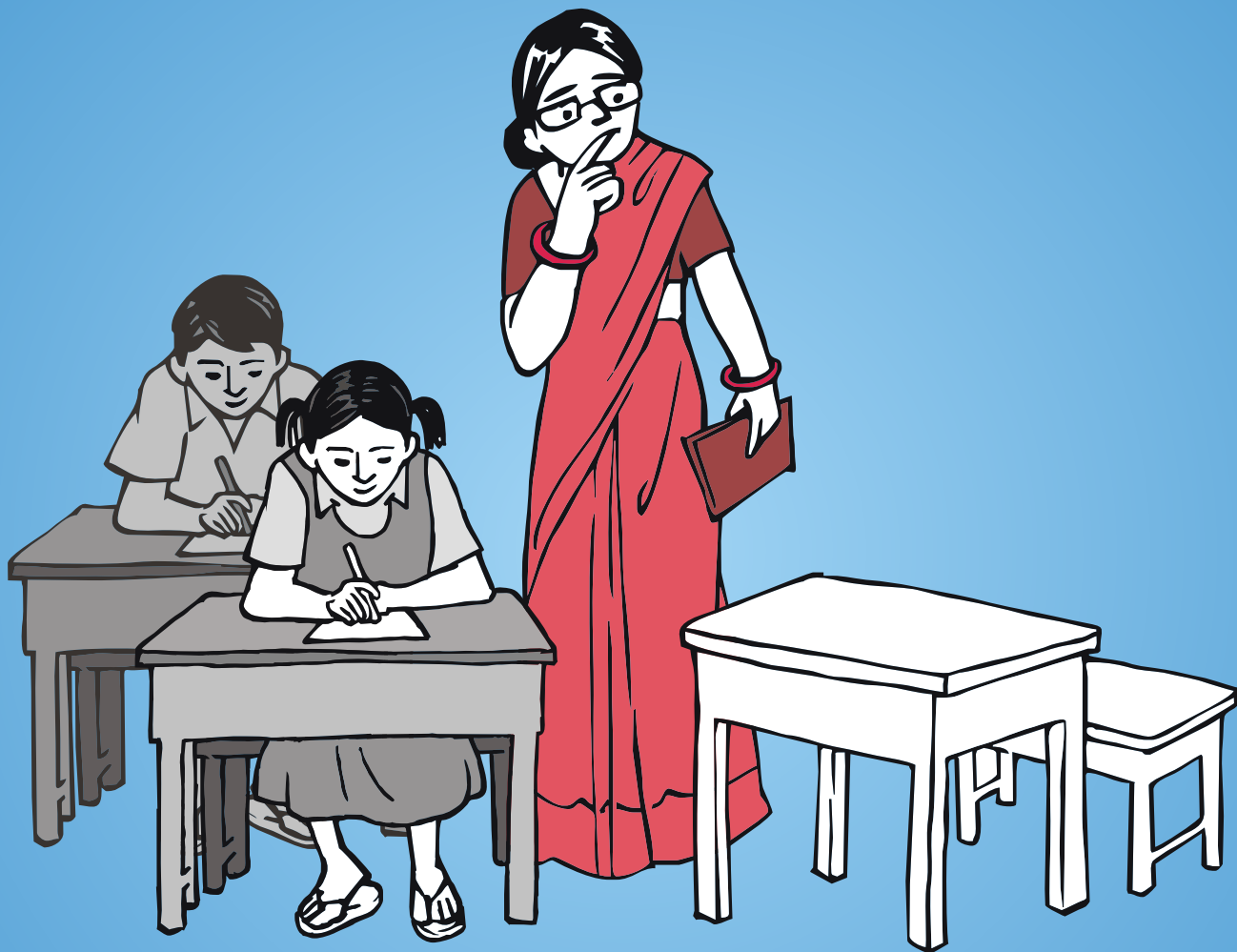
৩

৪

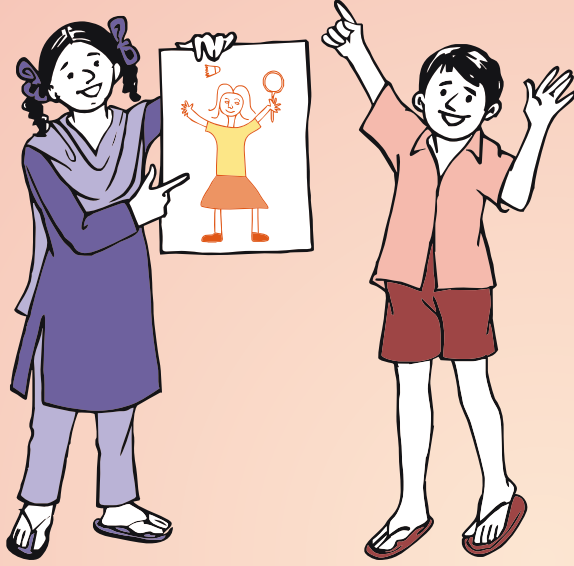
৫

৬

৭

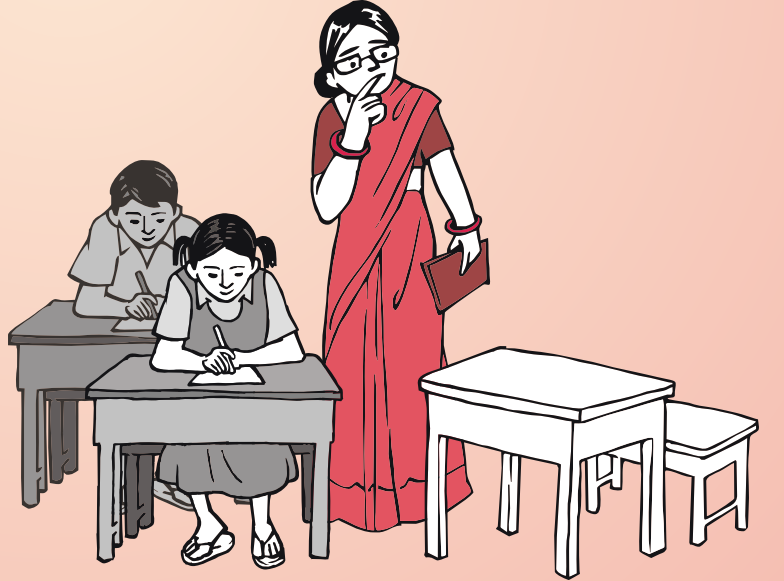


শিক্ষক শিক্ষিকার কী কর্তব্য?



স্কুলে এই বিষয়ে কর্মশালা
করুন। সৃজনশীল নানা উপায়ে
বাচ্চাদের নিজেদেরকে প্রকাশ
করতে সাহায্য করুন। পুলিশ বা
বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
আধিকারিককে এ বিষয় কথা
বলার জন্যে ডাকুন

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর বাল্য-বিবাহ
হওয়ার ঝুঁকি আছে, নিয়মিত
উপস্থিতির হিসেব রেখে
তাদের নজরে রাখুন





কোনো বাচ্চা যদি হঠাৎ করে
স্কুলে আসা বন্ধ করে, বা তার
বাল্য-বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা
থাকে, তবে তার বাড়িতে গিয়ে
বাবা-মার সঙ্গে দেখা করুন

বাবা-মা কে রাজী করার চেষ্টা
করুন যাতে তারা বাল্য-বিবাহ
বন্ধ করেন। বাল্য বিবাহের
পরিণতি এবং আইনের প্রভাব
সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলুন





যে বাল্য-বিবাহগুলি খুব শীঘ্রই
হতে চলেছে, সেগুলি রিপোর্ট
করার জন্য শিশু কল্যাণ সমিতি,
পুলিশ, চাইল্ড লাইন - ১০৯৮,
বা কোনো স্থানীয় এন.জি.ও. কে
খবর দিন



তোমার পছন্দ মত কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকাকে এই বইটি দেখাও
শেষে তাদের এই পাতায় সই করতে অনুরোধ কর

“হ্যাঁ, শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে বাল্য বিবাহ রোধ করতে আমি তোমাকে সাহায্য করব”

নাম

সই

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

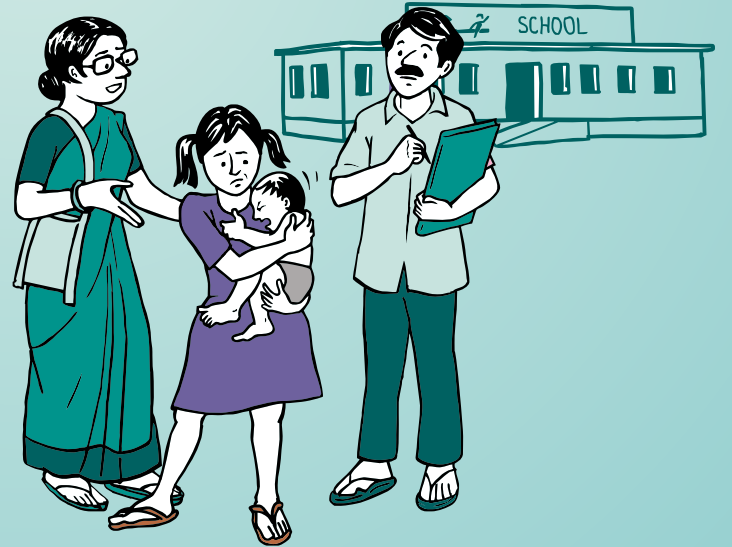


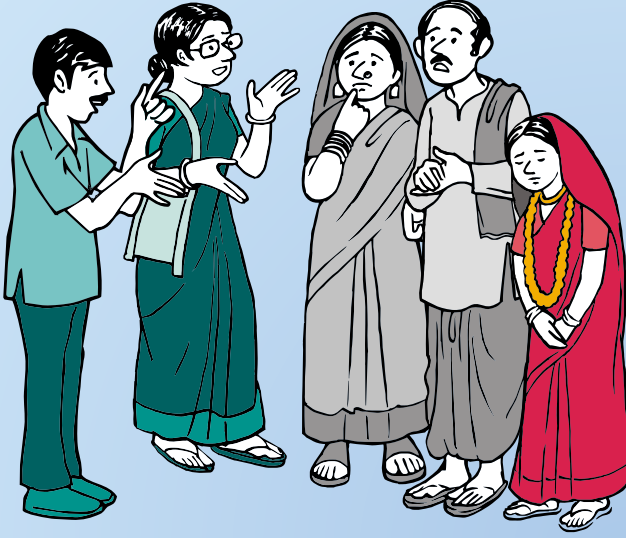
পঞ্চায়েতের কী কর্তব্য?



স্থানীয় এলাকায়, বাবা মায়েদের
সঙ্গে বা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে
আয়োজিত মাতৃসভায়, বাল্য
বিবাহের পরিণতিগুলো সম্বন্ধে
সচেতনতা বাড়ান

বিশেষতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে -
স্কুলে ভর্তি ও স্কুল-ছুট বাচ্চাদের
হিসেব রাখতে গ্রাম শিক্ষা সমিতি
কে সাহায্য করুন





বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়গুলির
নজরদারী করার জন্য যেন
প্রত্যেক গ্রামে একটি শিশু সুরক্ষা
সমিতি থাকে, তা নিশ্চিত করুন

প্রয়োজনে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
আধিকারিক বা পুলিশকে
খবরাখবর দিয়ে সাহায্য করুন





কোন পঞ্চায়েত সদস্য যেন বাল্য
বিবাহ সমর্থন না করেন তা
নিশ্চিত করুন



তোমার পছন্দ মত কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্যকে এই বইটি দেখাও
শেষে তাদের এই পাতায় সই করতে অনুরোধ কর

“হ্যাঁ, পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে বাল্য বিবাহ রোধ করতে আমি তোমাকে সাহায্য করব”

নাম

সই

১

২

৩

৪

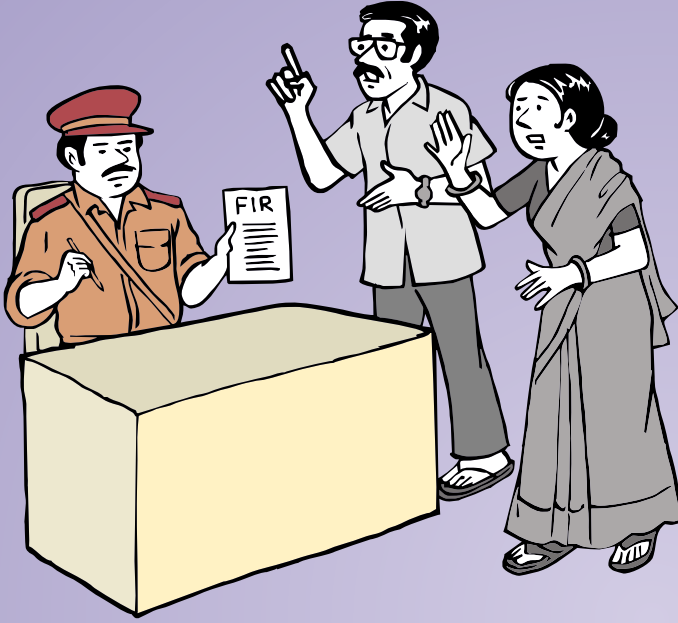
৫

৬

৭



পুলিশের কী কর্তব্য?



পুলিশের দায়িত্ব - বাল্য বিবাহ
সংক্রান্ত নালিশ অবিলম্বে
এফ.আই.আর. নথিভুক্ত করা,
এবং দ্রুত তদন্ত শুরু করা

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট
পেশ করা, এবং জেলা শাসকের
কাছে স্থগিতাদেশ এর জন্য
অর্জি জানানো





কোন তদন্তকারী নিযুক্ত হয়ে
থাকলে তার সাথে, বা তাকে
ছাড়াও ঘটনাস্থলে পৌঁছে
আইনসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া

বাল্য বিবাহের সঙ্গে যুক্ত পরিণত
বয়স্ক সবাইকে গ্রেফতার করা।
ছোটদের উদ্ধার করার সময়
হাতকড়া পরানো বা গ্রেফতার
করা যাবে না





বাচ্চাটির সঙ্গে শিশু কল্যাণ
সমিতি, বা প্রথম শ্রেণীর বিচার
বিভাগীয় আধিকারিকের কাছে
২৪ ঘন্টার মধ্যে হাজির হওয়া



নিকটবর্তী থানায় কয়েকজন পুলিশকে এই বইটি দেখিয়ে এই পাতায় সই
করতে অনুরোধ কর। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য লিখে রাখ।

‘হ্যাঁ, পুলিশ হিসেবে বাল্য বিবাহ রোধ করতে আমি তোমাকে সাহায্য করব’

নাম

সই

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

আমাদের কাজ



একা একা বা বন্ধুদের সাথে মিলে
যা করা যায়

16

ষোলো পাতায়



বাল্য বিবাহ হলে কি কি সমস্যা হতে পারে তার তালিকা বানাও

16

ষোলো পাতায়



তোমার পাড়ায় যে মেয়েদের বাল্য বিবাহ হওয়ার ঝুঁকি আছে তাদের নামের তালিকা বানাও

22

বাইশ পাতায়



তোমার পছন্দ মত কয়েকজন প্রতিবেশিকে দিয়ে বাল্য বিবাহ রোধ করার শপথটা সই করাও

26

ছাব্বিশ পাতায়



তোমার পছন্দ মত কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দিয়ে বাল্য বিবাহ রোধ করার শপথটা সই করাও

30

তেরিশ পাতায়



তোমার পছন্দ মত কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্যদের দিয়ে বাল্য বিবাহ রোধ করার শপথটা সই করাও

34

চৌত্রিশ পাতায়



তোমার পছন্দ মত কয়েকজন পুলিশকে দিয়ে বাল্য বিবাহ রোধ করার শপথটা সই করাও



এলাকার স্বনির্ভর দল, যুবদল বা কোন সংস্থার সঙ্গে আলাপ কর। এই বইটা দেখিয়ে আলোচনা করো - এই বিষয়ে তারা কি ভাবে সাহায্য করতে পারে

নিচে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য লিখে রাখ



বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বা শিশু সুরক্ষা আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করো। জিজ্ঞাসা করো কিভাবে তুমি তাদের কাজে সাহায্য করতে পার

নিচে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য লিখে রাখ



তোমার এলাকার শিশু কল্যাণ
সমিতির খোঁজ নাও। তাদের সঙ্গে
যোগাযোগের তথ্য লিখে রাখ



তোমার এলাকার ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক
সম্বন্ধে খোঁজ নাও। তার সঙ্গে
যোগাযোগের তথ্য লিখে রাখ।

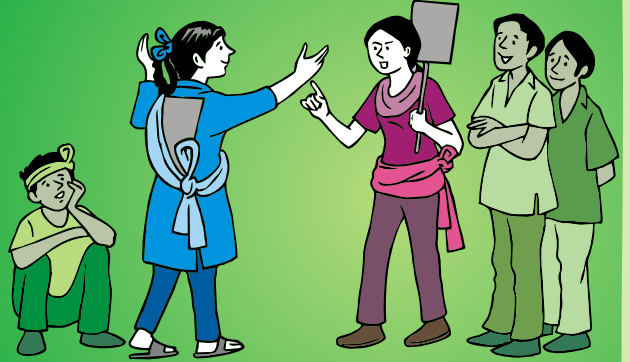
সাফল্য কাহিনী

তোমার এলাকায় যারা বাল্য বিবাহ
প্রতিরোধ করেছে তাদের সাফল্য
কাহিনী লিখে রাখ



নাটক - খেলা

কয়েকজন বন্ধুর সাথে মিলে বিভিন্ন পরিস্থিতির
অভিনয় কর। নাটকের মাধ্যমে নিজের সাহস
বৃদ্ধি আর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা অভ্যেস
কর। নিচে শুধু একটা পরিস্থিতি দেওয়া হল,
কিন্তু নিজের বন্ধুদের বা পরিবারকে লক্ষ্য
করলেই তুমি আরো অনেক ঘটনা ভেবে বার
করতে পারবে। নাটকগুলো ভাল দাঁড়িয়ে গেলে
পাড়ার লোকেদের সামনেও অভিনয় করতে
পারো।



দুজন বন্ধুকে মা-বাবার অভিনয়
করতে বল - তারা তোমার বিয়ে
দেওয়ার চেষ্টা করছেন, অথচ তুমি
রাজি নও। যতদিন না তুমি নিজে
তৈরি হচ্ছ, ততদিন বিয়েটা পিছিয়ে
দিতে তাঁদের রাজি করাতে হবে।
নাটকের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ
আলোচনা করতে হবে।

বাল্য বিবাহ যে আমাদের সমাজে
একটা ক্ষতিকারক রীতি, তা পরিচিত
হয়েছিল গত শতকের শুরুর দিকেই।

অথচ তার প্রায় আশি বছর পর,
কড়া নিয়ম-কানুন সত্ত্বেও, ভারতের
প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মেয়েদের ছোট
বয়সে বিয়ে হচ্ছে বলে জানা যায়।

তারপর, ২০০৯ সালে, কয়েকটি
অল্পবয়সী মেয়ে এই রেওয়াজের
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল তাদের শৈশবের
অধিকার আদায় করার জন্য। তারা
জোর গলায় বলল - এখন বিয়ে
নয়, পড়াশুনা করার বয়স।

বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে রেখা
কালিন্দি, সুনীতা মাহাতো আর
আফসানা খাতুনের মত মেয়েদের এই
সংগ্রামের খবর সারা ভারতে ছড়িয়ে
পড়ল। আজ তাদের খুদে বিপ্লবী
বলে মানা হয়।

এরা তাদের বয়সী অনেক ছেলে
মেয়েদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত
করেছে, আর সবাইমিলে প্রমাণ
করেছে যে ছোটদের মধ্যে সমাজকে
সংশোধন করার ক্ষমতা আছে।

এই পুস্তিকাটি সেই সাহসী
ছেলেমেয়েদের দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি
অভিযানের অংশ।



মহিলা ও শিশুবিকাশ
এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার



unicef
unite for children

